সরকারের মেগা প্রজেক্টসমূহ

মেগা প্রকল্পসমূহ উদ্বোধনের তারিখ

মেগা প্রকল্প	উদ্বোধন	মেগা প্রকল্প	উদ্বোধন
পদ্মা বহুমুখী সেতু	২৫ জুন ২০২২	পদ্মা ব্রিজ রেল লিংক প্রজেক্ট	১০ অক্টোবর ২০২৩
মেট্রোরেল (উত্তরা-আগারগাঁও)	২৮ ডিসেম্বর ২০২২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল	২৮ অক্টোবর ২০২৩
তিস্তা সোলার পাওয়ার প্লান্ট	২ আগস্ট ২০২৩	রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	১ নভেম্বর ২০২৩
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	২ সেপ্টেম্বর ২০২৩	মেট্রোরেল (আগারগাঁও-মতিঝিল)	৪ নভেম্বর ২০২৩
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-১)	৫ অক্টোবর ২০২৩	কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশন	১১ নভেম্বর ২০২৩
শাহজালাল বিমান বন্দর তৃতীয় টার্মিনাল	৭ অক্টোবর ২০২৩	দোহাজারী-কক্সবাজার রেল প্রকল্প	১১ নভেম্বর ২০২৩

এক নজরে বর্তমান সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পের নাম	অবস্থান	প্রধান অর্থায়নে	দৈর্ঘ্য/উৎপাদন ক্ষমতা
মেট্রোরেল	উত্তরা-মতিঝিল	জাপান	২১.২৬ কিমি
পদ্মা বহুমুখী সেতু	মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর	বাংলাদেশ	৬.১৫ কিমি
পদ্মা ব্রিজ রেল লিংক প্রজেক্ট	ঢাকা-যশোর	চীন	১৬৯ কিমি
পায়রা সমুদ্র বন্দর	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	বাংলাদেশ	-
পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	চীন	১৩২০ মেগাওয়াট
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে প্রজেক্ট	টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ	চীন	৪.৮০ কিমি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল	চট্টগ্রাম	চীন	৩.৩২ কিমি
মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর	মহেশখালী, কক্সবাজার	জাপান	-
মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	মহেশখালী, কক্সবাজার	জাপান	১২০০ মেগাওয়াট
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা	রাশিয়া	২৪০০ মেগাওয়াট
রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	রামপাল, বাগেরহাট	ভারত	১৩২০ মেগাওয়াট
কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প	কক্সবাজার	বাংলাদেশ	-
শাহজালাল বিমানবন্দর টার্মিনাল-৩	ঢাকা	জাপান	৭০০ মিটার
দোহাজারি-কক্সবাজার রেলওয়ে	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার	এডিবি	১০২ কিমি
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	ঢাকা	চীন	৫৫ কিমি
ঢাকা-আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে	ঢাকা	চীন	-

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর

- অবস্থান: মহেশখালী, কক্সবাজার
- যে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত: বঙ্গোপসাগর
- অর্থায়নে: জাইকা (জাপান) ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
- চ্যানেলের গভীরতা: ১৬ মিটার (৫২ ফুট)
- চ্যানেলের দৈর্ঘ্য: ১৪.৩ কিমি এবং প্রস্থ ৩৫০ মিটার
- জিডিপিতে অবদান: ২-৩%
- বিশেষত্ব: এটি দেশের প্রথম ও একমাত্র গভীর সমুদ্রবন্দর
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দরের ১৪.৩ কিমি নেভিগেশন চ্যানেলের উদ্বোধন করেন: ১১ নভেম্বর ২০২৩
- সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এ বন্দরের দূরত্ব: ৩৪ নটিক্যাল মাইল

পায়রা সমুদ্র বন্দর

- অবস্থান: কলাপাড়া, পটুয়াখালী (রাবনাবাদ চ্যানেলের তীরে)
- যে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত: বঙ্গোপসাগর
- চ্যানেলের গভীরতা: ১৬-২১ মিটার
- অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকার
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান: HR Wallingford, UK
- পরিচালনায়: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
- অপারেশনাল কার্যক্রম উদ্বোধন: ১৩ আগস্ট

- বিশেষত্ব: এটি দেশের তৃতীয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সমুদ্রবন্দর

প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- বিশেষত্ব: দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে
- অর্থায়নকারী: বাংলাদেশ ও চীন
- মোট লেন: ৪টি
- র‍্যাম্প: ৩১টি (দৈর্ঘ্য: ২৭ কি.মি.)
- মূল এলিভেটেড অংশের দৈর্ঘ্য: ১৯.৭৩ কি.মি.
- র‍্যাম্পসহ এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য: ৪৬.৭৩ কি.মি.
- এয়ারপোর্ট টু তেজগাঁও দৈর্ঘ্য: ১১.৫ কি.মি.
- এয়ারপোর্ট টু তেজগাঁও উদ্বোধন: ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

দ্বিতীয় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- বর্তমান নাম: মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী এক্সপ্রেসওয়ে
- মূল এলিভেটেড অংশের দৈর্ঘ্য: ১৬ কিমি
- অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকার
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান: ম্যাক্স-র‍্যাংকন
- মোট লেন: ৪টি
- র‍্যাম্প: ১৪টি
- উদ্বোধন: ১৪ নভেম্বর ২০২৩

প্রথম বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট

- যে নামে পরিচিত: BRT Line-3
- অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকার, এডিবি, ফরাসি উন্নয়ন সংস্থা (AFD) ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (GEF)
- দৈর্ঘ্য: ২০.৫০ কিমি (ভূমিতে ১৬ কিমি ও এলিভেটেড ৪.৫০ কিমি)
- স্টেশন: ২৫টি
- বাস ডিপো: ১টি (গাজীপুর)
- টার্মিনাল: ২টি (বিমানবন্দর ও গাজীপুর)
- ফ্লাইওভার: ৬টি
- সেতু: ১টি
- Dhaka BRT গঠন: ১ জুলাই ২০১৩

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- রুট: আব্দুল্লাহপুর→আশুলিয়া→বাইপাইল→নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক (ইপিজেড পর্যন্ত)
- সংযুক্ত জেলা: ঢাকা ও গাজীপুর
- অর্থায়নে: বাংলাদেশ ও চীন
- তত্ত্বাবধানে: বাংলাদেশ সেতু বিভাগ
- মোট দৈর্ঘ্য: ২৪ কিমি
- র‍্যাম্প: ১৬টি
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান: চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
- নির্মাণকাজ উদ্বোধন: ১২ নভেম্বর ২০২২

শেখ হাসিনা সরণি

- বিশেষত্ব: দেশের প্রথম ১৪ লেনের সড়ক
- দৈর্ঘ্য: ১২.৫ কিমি
- মোট লেন: ১৪টি (৮টি লেন এক্সপ্রেসওয়ে ও ৬টি লেন সার্ভিস রোড)
- নির্মাণ কাজ শুরু: সেপ্টেম্বর ২০১৫
- নির্মাণ কাজ সমাপ্ত: নভেম্বর ২০২৩
- উদ্বোধন: ১৪ নভেম্বর ২০২৩

আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ

- দৈর্ঘ্য: ১২.২৪ কিমি (বাংলাদেশ অংশে ৬.৭৮ কিমি)
- রুট: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার গঙ্গাসাগর রেলস্টেশন থেকে ভারতের আগরতলার নিশ্চিন্তপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত
- রেলপথের ধরন: ডুয়েলগেজ (বাংলাদেশ) ও ব্রডগেজ (ভারত)
- নির্মাণ কাজ শুরু: ২৯ জুলাই ২০১৮
- উদ্বোধন: ১ নভেম্বর ২০২৩
- অর্থায়নে: ভারত ও বাংলাদেশ
- মোট স্টেশন: ৪টি (আখাউড়া, গঙ্গাসাগর, নিশ্চিন্তপুর এবং আগরতলা)

খুলনা-মোংলা রেলপথ

- দৈর্ঘ্য: ৯০ কিমি
- সংযুক্ত জেলা: খুলনা ও বাগেরহাট
- মোট স্টেশন: ৮টি
- রেলপথের ধরন: ব্রডগেজ
- নির্মাণ কাজ শুরু: সেপ্টেম্বর ২০১৬
- উদ্বোধন: ১ নভেম্বর ২০২৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু

- সংযুক্ত করবে: সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলাকে
- দৈর্ঘ্য: ৪.৮০ কিমি
- অর্থায়নে: বাংলাদেশ ও জাপান
- ধরন: ডুয়েলগেজ (ডাবল লাইন)
- যে নদীর উপর নির্মিত: যমুনা
- স্প্যান: ৪৯টি
- পিলার: ৫০টি
- উপাদান: স্টীল
- বিশেষত্ব: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মিত হলে এটি হবে দেশের দীর্ঘতম রেল সেতু।
- নোট: বর্তমানে দেশের দীর্ঘতম রেল সেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। আর সংযোগ সড়কসহ দেশের দীর্ঘতম সেতু রূপসা সেতু (দৈর্ঘ্য ৫.১৩ কিমি, স্প্যান সংখ্যা ১৪২টি, পাইল ৮৩৬টি এবং পিয়ার ক্যাপ ১৩২টি)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

- বিশেষত্ব- বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় নদী তলদেশের প্রথম ও দীর্ঘতম সড়ক সুড়ঙ্গপথ
- নির্মিত হয়েছে- কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে (নদীর ৪০ মিটার গভীরে)
- যুক্ত করেছে- পতেঙ্গা ও আনোয়ারা (চট্টগ্রাম)
- মূল টানেলের দৈর্ঘ্য- ৩.৩২ কি.মি.
- ব্যাস- ১০.৮০ মিটার
- ভূমিকম্প সহনীয় মাত্রা- ৭.৫ এবং লেন সংখ্যা- ৪টি
- অর্থায়নকারী- চীন ও বাংলাদেশ
- মোট টিউব- ২টি (প্রতিটির দৈর্ঘ্য ২.৪৫ কিমি)
- এক টিউব থেকে অপর টিউবের দূরত্ব- ১২ মিটার
- টানেল উদ্বোধন- ২৮ অক্টোবর ২০২৩
- প্রথম ব্যক্তি হিসেবে টোল দেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (টোল সংগ্রহ করেন- ঝুমুর আক্তার)
- প্রথম যাত্রী হিসেবে টোল দেন- জুয়েল রানা (মুন্সিগঞ্জ)
- টানেল দিয়ে যান চলাচল শুরু- ২৯ অক্টোবর ২০২৩
- বিশেষ তথ্য: কর্ণফুলি টানেলের মাধ্যমে চীনের সাংহাই শহরের ন্যায় চট্টগ্রাম শহরকে One City, Two Town মডেলে গড়ে তোলা হবে।

শাহজালাল বিমান বন্দর তৃতীয় টার্মিনাল

- নির্মাণকাজ উদ্বোধন: ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯
- অর্থায়নকারী: জাইকা (জাপান) এবং বাংলাদেশ সরকার
- আংশিক উদ্বোধন: ৭ অক্টোবর ২০২৩
- অবস্থান: কুর্মিটোলা, ঢাকা
- টার্মিনাল ভবনের আয়তন: ২,৩০,০০০ বর্গমিটার
- দৈর্ঘ্য: ৭০০ মিটার এবং প্রস্থ ২০০ মিটার
- টার্মিনাল ভবনের স্থপতি: রোহানি বাহারিন (সিঙ্গাপুর)
- উড়োজাহাজ পার্কিং: ৩৭টি
- ই-গেট: ১৫টি

প্রথম মেট্রোরেল

- বিশেষত্ব: দেশের প্রথম মেট্রোরেল (MRT Line-6)
- অফিসিয়াল (প্রকল্প) নাম: MRT Line-6
- তত্ত্বাবধানে: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড
- যে মন্ত্রণালয়ের অধীন: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
- অর্থায়নকারী: জাইকা (জাপান)
- মোট দৈর্ঘ্য: ২১.২৬ কি.মি. (উত্তরা-কমলাপুর)
- মোট স্টেশন: ১৭টি
- মেট্রোরেল(উত্তরা-আগারগাঁও) উদ্বোধন: ২৮ ডিসে. ২০২২
- সাধারণ যাত্রী চলাচলের জন্য উন্মুক্ত: ২৯ ডিসেম্বর ২০২২
- আগারগাঁও-মতিঝিল উদ্বোধন: ৪ নভেম্বর ২০২৩
- মেট্রোরেলের উত্তরা টু মতিঝিল সকল স্টেশন (১৬টি) চালু হয়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
- মেট্রোরেলের প্রথম নারী চালক: মরিয়ম আফিজা
- মেট্রোরেলের প্রথম যাত্রী: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- মেট্রোরেলের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত বিশেষ পুলিশ: ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (MRT) পুলিশ
- বিশ্বে প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়: লন্ডনে (১৮৬৩ সালে)
- বিশ্বের প্রথম ভূগর্ভস্থ মেট্রোরেল চালু হয়: লন্ডনে (১৮৯০)
- বিশ্বের দীর্ঘতম মেট্রো লাইন (৮৩১ কিমি): চীনের সাংহাইয়ে (১৯৯৩ সালে)
- বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ত মেট্রো স্টেশন অবস্থিত: জাপানের টোকিওতে
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ৩য় দেশ হিসেবে মেট্রোরেল চালু হয়: বাংলাদেশে (ভারতে ১ম, ২য় পাকিস্তানে)

প্রথম মেট্রোরেল MRT Line-6	
উত্তরা-আগারগাঁও	১১.৭৩ কিমি
আগারগাঁও-মতিঝিল	৮.৩৮ কিমি
মতিঝিল-কমলাপুর	১.১৬ কিমি
মোট দৈর্ঘ্য	২১.২৬ কিমি

তৃতীয় মেট্রোরেল

- প্রকল্পের নাম: MRT Line-5: Northern Route
- রুট: হেমায়েতপুর টু ভাটারা
- দৈর্ঘ্য: ২০ কিমি (পাতাল ১৩.৫০ কিমি, উড়াল ৬.৫০ কিমি)
- প্রস্তাবিত স্টেশন: ১৪টি
- নির্মাণকাজ সমাপ্ত হবে: ২০২৮ সালে
- অর্থায়নকারী: জাইকা (জাপান) ও বাংলাদেশ
- রুটের নকশাকারী: নিপ্পন কোই কোম্পানি লি. (জাপান)

প্রথম পাতাল রেল

- প্রকল্পের নাম: MRT Line-1
- বিশেষত্ব: দেশের প্রথম উড়াল ও পাতাল মেট্রোরেল
- তত্ত্বাবধানে: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লি.
- অর্থায়নকারী: জাপান (জাইকা) ও বাংলাদেশ
- মোট দৈর্ঘ্য: ৩১.২৪১ কিমি
- মোট স্টেশন: ২১টি
- রুট: ২টি

রুট	বিমানবন্দর	পূর্বাচল
অবস্থান	বিমানবন্দর-কমলাপুর	নতুন বাজার-পিতলগঞ্জ ডিপো
ধরণ	পাতাল	উড়াল
দৈর্ঘ্য	১৯.৮৭২ কিমি	১১.৩৬৯ কিমি
স্টেশন	১২টি	৯টি

- দেশের দ্বিতীয় মেট্রোরেল তৈরি করা হবে: MRT Line-1 এ

পদ্মা সেতু

- যুক্ত করেছে: ৩টি জেলাকে- লৌহজং (মুন্সিগঞ্জ), জাজিরা (শরিয়তপুর) ও শিবচর (মাদারীপুর)
- অফিসিয়াল নাম: পদ্মা বহুমুখী সেতু
- যে নদীর ওপর নির্মিত: পদ্মা নদী
- ব্রিজের ডিজাইন: ট্রাস ব্রিজ (ডুয়েল গেজ সিংগেল লাইন)

- দৈর্ঘ্য: ৬.১৫ কিমি এবং প্রস্থ: ১৮.১০ মিটার
- উচ্চতা: ১২০ মিটার এবং লেন সংখ্যা: ৪টি
- স্প্যান সংখ্যা: ৪১টি এবং পিলার সংখ্যা: ৪২টি
- প্রথম স্প্যান বসানো হয়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭
- সর্বশেষ স্প্যান বসানো হয়: ১০ ডিসেম্বর ২০২০
- ডিজাইনার: AECOM (যুক্তরাষ্ট্র)
- নির্মাণে: চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লি.
- নির্মাণ কাজ শুরু: ২৬ নভেম্বর ২০১৪
- নির্মাণ কাজ সমাপ্ত: ২৩ জুন ২০২২
- উদ্বোধন: ২৫ জুন ২০২২
- যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত: ২৬ জুন ২০২২
- Electronic Toll Collection (ETC) কার্যক্রম চালু: ৫ জুলাই ২০২৩

পদ্মা ব্রিজ রেল লিংক প্রজেক্ট

- মোট দৈর্ঘ্য: ১৬৯ কিমি
- যুক্ত করবে: ঢাকা ও যশোরকে
- রেলওয়ের ধরণ: ব্রডগেজ সিঙ্গেল লাইন
- অর্থায়নে: চীনের এক্সিম ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার
- অর্থায়ন হবে: জিটুজি ভিত্তিতে
- ঋণচুক্তি স্বাক্ষর: ২৭ এপ্রিল ২০১৮
- ঠিকাদার: China Railway Engeering Corp.
- স্টেশন সংখ্যা: ২০টি
- আংশিক উদ্বোধন (ট্রেন চলাচল): ১০ অক্টোবর ২০২৩
- উদ্বোধনকৃত রুট: ঢাকার গেন্ডারিয়া, কেরানীগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ থেকে পদ্মা সেতু হয়ে মাদারীপুর-ফরিদপুর
- যাত্রীবাহী ট্রেনের বাণিজ্যিক চলাচল শুরু: ১ নভেম্বর ২০২৩
- ২০২৪ সালে চালু হবে: রেলপথের বাকি অংশ (ভাঙ্গা থেকে যশোর পর্যন্ত)
- পদ্মা সেতুতে প্রথম ট্রেন চালক: রবিউল ইসলাম

দোহাজারি-কক্সবাজার রেললাইন

- দৈর্ঘ্য: ১০১ কিমি
- মোট স্টেশন: ৯টি
- সংযুক্ত জেলা: চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার
- রেলওয়ের ধরন: ডুয়েল গেজ সিঙ্গেল লাইন
- অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি
- নির্মাণাধীন দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইনে (১০১ কিমি) পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল শুরু হয়: ২ নভেম্বর ২০২৩
- আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন: ১১ নভেম্বর ২০২৩
- বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল শুরু: ১ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে
- সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত: ১ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে
- সর্বশেষ রেলপথে যুক্ত হয়: কক্সবাজার জেলা (৪৮তম)

কক্সবাজার আইকনিক রেলওয়ে স্টেশন

- অবস্থান: চান্দের পাড়া, ঝিলংজা, কক্সবাজার
- আয়তন: ১ লাখ ৮৭ হাজার ৩৭ বর্গফুট (২৯ একর জমিতে ৬ তলা ভবন)
- নির্মাণকারী: ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লি. (বাংলাদেশ)
- নির্মাণ ব্যয়: ২১৫ কোটি টাকা
- উদ্বোধন করা হয়: ১১ নভেম্বর ২০২৩
- রেল স্টেশনের স্থপতি: মো. ফয়েজ উল্লাহ
- বিশেষত্ব: এটি বাংলাদেশের প্রথম আইকনিক রেলস্টেশন (ঝিনুকের আদলে তৈরি)

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- অবস্থান: পাকশী, ঈশ্বরদী, পাবনা
- আয়তন: ১,০৬২ একর
- যে নদীর তীরে: পদ্মা
- যে মন্ত্রণালয়ের অধীন: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
- অর্থায়নে: রাশিয়া ও বাংলাদেশ
- রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর: ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫
- নির্মাণ শুরু: ৩০ নভেম্বর ২০১৭
- নির্মাণকারী: রোসাটোম স্টেট অ্যাটমিক এনার্জি কর্পোরেশন
- তত্ত্বাবধানে: নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (NPCBL)
- জ্বালানির ধরন: ইউরেনিয়াম (রাশিয়া থেকে আনা হবে)
- জ্বালানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান: বাররুস প্রজেক্ট এলসিসি
- উৎপাদন ক্ষমতা: ২৪০০ মে.ও. (১২০০×২ ইউনিট)
- রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল উদ্বোধন: প্রথম-১০ অক্টোবর ২০২১, দ্বিতীয়-১৯ অক্টোবর ২০২২
- সম্ভাব্য পরীক্ষামূলক উৎপাদন: সেপ্টেম্বর ২০২৪
- বাণিজ্যিক উৎপাদন: ২০২৫ সালে
- স্থায়িত্বকাল: ৬০ বছর
- বিশেষত্ব: এটি দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
- ইউরেনিয়ামের প্রথম চালান বাংলাদেশে পৌঁছে: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩
- ইউনিট-১ এর জ্বালানি ইউরেনিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে: রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান 'টিভিইএল' (৫ অক্টোবর ২০২৩)
- ইউরেনিয়াম হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেন: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (৫ অক্টোবর ২০২৩) এবং অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন- IAEA'র মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি
- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নিউক্লিয়ার ক্লাবের: ৩৩তম সদস্য (অন্তর্ভুক্তি- ৫ অক্টোবর ২০২৩)
- দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় একক প্রকল্প: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

- অবস্থান: মাতারবাড়ি (মহেশখালি, কক্সবাজার)
- আয়তন: ১৪১৪ একর
- উৎপাদন ক্ষমতা: ১২০০ মেগাওয়াট (২ ইউনিট)
- প্রযুক্তি: কয়লাভিত্তিক এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তিতে

- জ্বালানি: পরিবেশ দূষণ রোধে অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা আমদানি করা হবে
- প্রকল্প ব্যয়: ৫১,৮৫৫ কোটি টাকা
- অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকার, জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা-জাইকা ও সিপিজিসিবিএল
- পরীক্ষামূলকভাবে ইউনিট-১ চালু হয়: ২৯ জুলাই ২০২৩

রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

- প্রকল্পের নাম: মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট
- চুক্তি স্বাক্ষর: ২০১৩ সালে (বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে)
- অবস্থান: রামপাল, বাগেরহাট (সুন্দরবন থেকে ১৪ কি.মি. দূরে পশুর নদীর তীর ঘেষে অবস্থিত)
- অর্থায়নে: বাংলাদেশ ও ভারত
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রা.) লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল)
- জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট: ২৯ জানুয়ারি ২০১২
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান: জার্মানির ফিশনার গ্রুপ
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান: ভারত হেভি ইলেট্রিক্যালস লিমিটেড
- উৎপাদন ক্ষমতা: ১,৩২০ মেগাওয়াট (২ ইউনিট×৬৬০)
- জ্বালানির ধরন: কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
- ইউনিট-১ উদ্বোধন হয়: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
- ইউনিট-২ উদ্বোধন হয়: ১ নভেম্বর ২০২৩
- জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ: ইউনিট-১ থেকে উৎপাদিত ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয় (১৭ নভেম্বর ২০২২)

পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

- অবস্থান: ধানখালী, কলাপাড়া, পটুয়াখালী
- যে নদীর তীরে অবস্থিত: আন্ধারমানিক
- আয়তন: ১০০০ একর
- ধরন: কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করা হবে)
- উৎপাদন ক্ষমতা: ১৩২০ মেগাওয়াট (৬৬০ × ২ ইউনিট)
- অর্থায়নে: বাংলাদেশ ও চীন
- নির্মাণ ব্যয়: প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা
- আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন: ২১ মার্চ ২০২২
- আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশ্বে বাংলাদেশ: ১৩তম
- প্রথম আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়: পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে

দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও উৎপাদন ক্ষমতা		
পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	এসএস পাওয়ার প্ল্যান্ট
১৩২০ মে.ও.	১৩২০ মে.ও.	১৩২০ মে.ও.

- বেসরকারি খাতে দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্র: এসএস পাওয়ার প্ল্যান্ট (বাঁশখালী, চট্টগ্রাম)

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

১. দেশের প্রথম আইকনিক রেলস্টেশনের স্থপতি কে?
(ক) মো. ফয়েজ উল্লাহ (খ) মীর মনজুরুর রহমান (গ) হামিদুজ্জামান খান (ঘ) অনীক রেজা — উ. ক

২. কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৩.২৮ কিমি (খ) ৩.৩২ কিমি (গ) ৩.৪০ কিমি (ঘ) ৩.৪২ কিমি — উ. খ

৩. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) যমুনা (খ) তিস্তা (গ) করতোয়া (ঘ) পদ্মা — উ. ঘ

৪. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মোট উৎপাদনক্ষমতা কত?
(ক) ১০০০ মেগাওয়াট (খ) ১২০০ মেগাওয়াট (গ) ১৩২০ মেগাওয়াট (ঘ) ২৪০০ মেগাওয়াট — উ. ঘ

৫. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মূল জ্বালানি হলো-
(ক) Uranium-235 (খ) Uranium-238 (গ) Uranium-233 (ঘ) Uranium-239 — উ. ক

৬. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
(ক) কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (খ) বাঁশখালী, চট্টগ্রাম (গ) ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া (ঘ) ঈশ্বরদী, পাবনা — উ. ঘ

৭. ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে মিনিবাস চলাকালে কত টাকা টোল দিতে হয়?
(ক) ৮০ টাকা (খ) ১৬০ টাকা (গ) ৩২০ টাকা (ঘ) ৪২০ টাকা — উ. খ

৮. মেট্রোরেলের অর্থায়নের উৎস-
(ক) বাংলাদেশ ও এডিবি (খ) বাংলাদেশ ও চীন (গ) বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংক (ঘ) বাংলাদেশ ও জাপান — উ. ঘ

৯. ঢাকার মেট্রোরেল ব্যবস্থার অফিসিয়াল নাম কী?
(ক) ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (খ) প্যাসেঞ্জার র‍্যাপিড ট্রানজিট
(গ) কম্পিউটার র‍্যাপিড ট্রানজিট (ঘ) পাসারবাহ র‍্যাপিড ট্রানজিট — উ. ক

১০. মেট্রোরেলের প্রতি ঘণ্টায় যাত্রী ধারণক্ষমতা-
(ক) ৬০,০০০ যাত্রী (খ) ৪০,০০০ যাত্রী (গ) ৭০,০০০ যাত্রী (ঘ) ৩০,০০০ যাত্রী — উ. ক

১১. দেশের প্রথম মেট্রোরেল উদ্বোধন করা হয় কবে?
(ক) ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ (খ) ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ (গ) ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ (ঘ) ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ উ. গ

১২. আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পরীক্ষামূলক মেট্রোরেল চলাচল করে ২০২৩ সালের-
(ক) ৭ জুলাই (খ) ৮ জুলাই (গ) ১২ জুলাই (ঘ) ১৬ জুলাই উ. ক

পরিবহন ও যোগাযোগ

এলএনজি টার্মিনাল

- দেশের প্রথম ভাসমান তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস টার্মিনাল (LNG) অবস্থিত– মহেশখালী, কক্সবাজার
- প্রথম তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG) ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে– কুয়াকাটা, পটুয়াখালি
- বর্তমানে দেশে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল রয়েছে– ৩টি (সবগুলোই কক্সবাজারের মহেশখালীতে অবস্থিত)
- দেশের তৃতীয় ভাসমান LNG টার্মিনাল নির্মিত হচ্ছে– মহেশখালী, কক্সবাজার (অনুমোদন: ১৪ জুন ২০২৩)
- সম্প্রতি LNG আমদানির জন্য বাংলাদেশ যে দেশের সাথে ১৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করে- কাতার (১ জুন ২০২৩)

সমুদ্রবন্দর

- দেশে সমুদ্রবন্দর– ৩টি (চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা)
- দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর/ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সমুদ্রবন্দর– পায়রা সমুদ্রবন্দর (কলাপাড়া, পটুয়াখালী)
- দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দরের নাম– মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর (৪র্থ সমুদ্রবন্দর- নির্মাণাধীন)
- মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মিত হচ্ছে– মহেশখালি, কক্সবাজার
- মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরে অর্থায়ন করছে– জাপান
- ১৫ জুন ২০২১ বাংলাদেশের ৩টি সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়– ভুটানকে
- বেসরকারি উদ্যোগে দেশের ৫ম সমুদ্রবন্দর নির্মিত হচ্ছে– চট্টগ্রাম মিরসরাইতে (মেঘনা ও কর্ণফুলী নদীর তীরে, চীন ও জাপানের অর্থায়নে)
- সম্প্রতি চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছে– ভারত (২৫ এপ্রিল ২০২৩)

আকাশপথ

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জার্মানির লুফথানসা সিস্টেমের বিশ্বখ্যাত ফ্লাইট ডিসপ্যাচ সল্যুশন 'লিভো ফ্লাইট ৪ডি' চালু করে– ২৮ নভেম্বর ২০২৩
- ঢাকা-চেন্নাই-ঢাকা ফ্লাইট চালু হয়– ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে যুক্ত হওয়া সর্বশেষ দুটি বিমানের নাম– আকাশ তরী ও শ্বেত বলাকা
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মোট ড্রিমলাইনার– ৬টি
- ৬টি ড্রিমলাইনারের নাম– আকাশবীণা, হংসবলাকা, গাঙচিল, রাজহংস, সোনার তরী এবং অচিন পাখি
- বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়– ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০
- বর্তমানে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর– ৩টি
- দেশের ৪র্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে যাচ্ছে– সৈয়দপুর বিমানবন্দর
- 'এয়ার বাবল' চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ-ভারত বিমান চলাচল শুরু হয়- ২৮ অক্টোবর ২০২০
- দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ হেলিপোর্ট নির্মিত হবে- কাওলা, ঢাকা
- সম্প্রতি যে বেসরকারি এয়ারলাইন্স বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি পায়– এয়ার অ্যাস্ট্রা
- বর্তমানে দেশে বেসরকারি এয়ারলাইন্স রয়েছে– ৩টি (ইউএস-বাংলা, নভোএয়ার ও এয়ার অ্যাস্ট্রা)
- ১৭ বছর পর বাংলাদেশ-জাপান সরাসরি ফ্লাইট চালু হয়– ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
- সৌদি-বাংলাদেশ বিমান চলাচল সমঝোতা স্মারক সই হয়– ২৩ আগস্ট ২০২৩

স্থলপথ

- দেশের প্রথম ৬ লেনের সেতুর নাম– মধুমতি সেতু (অবস্থান কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ ও লোহাগড়া, নড়াইল; দৈর্ঘ্য ৬৯০ মিটার, প্রস্থ ২৭.১০ মিটার; অর্থায়নে জাইকা)
- তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর অবস্থান– নারায়ণগঞ্জ (দৈর্ঘ্য ১.২৯ কি.মি.; প্রস্থ ২২.১৫ মিটার; স্প্যান সংখ্যা ৩৮টি; লেন ৪টি)
- দেশের দীর্ঘতম আন্ডারপাস নির্মিত হবে– ঢাকা বিমানবন্দর এলাকায় (দৈর্ঘ্য ১.৭ কিমি)
- মতলব-গজারিয়া ঝুলন্ত সেতুর দৈর্ঘ্য– ১.৮৫ কিমি
- দেশের দীর্ঘতম স্টিল আর্চ সেতু অবস্থিত– ময়মনসিংহ (ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর নির্মিত হবে)
- পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ রুটে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য– ৫.৫ কিমি
- সাউথ এশিয়া সাব-রিজিওনাল ইকোনমিক কো-অপারেশন (SASEC) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রথম চার লেন মহাসড়ক হচ্ছে– জয়দেবপুর-এলেঙ্গা
- দেশের প্রথম ৬ লেনবিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ে– ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক (দৈর্ঘ্য ৫৫ কি.মি. এবং প্রস্থ ৪১.২০ মিটার)

- মিরপুর-কালশী ফ্লাইওভার দৈর্ঘ্য– ২.৩৪ কিমি (উদ্বোধন: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)
- দেশের প্রথম ঝুলন্ত সেতু নির্মিত হবে– মেঘনা-ধনাগোদা নদীর ওপর
- দেশে প্রথম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়– রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে (২৮ মে ২০১৯)
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একযোগে দেশের ১০০টি সড়ক সেতু উদ্বোধন করেন– ৭ নভেম্বর ২০২২

নদীবন্দর

- বর্তমানে দেশে নদীবন্দরের সংখ্যা– ৪৩টি
- সর্বশেষ নদীবন্দর– নাজিরগঞ্জ নদীবন্দর, পাবনা (৪৩তম)
- গোসাইরহাট-পদ্মা নদীবন্দর অবস্থিত– শরিয়তপুর

স্থলবন্দর

- দেশে বর্তমানে স্থলবন্দর রয়েছে– ২৫টি
- সর্বশেষ স্থলবন্দরের নাম– মুজিবনগর, মেহেরপুর
- দেশের প্রস্তাবিত স্থলবন্দর– প্রাগপুর, কুষ্টিয়া
- পার্বত্য এলাকার প্রথম স্থলবন্দর– রামগড় স্থলবন্দর
- রামগড় স্থলবন্দর অবস্থিত– খাগড়াছড়িতে
- দেশের একমাত্র চতুর্দেশীয় স্থলবন্দর– বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর (তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়)

রেলপথ

- ঢাকা-চিলাহাটি রুটে যাত্রীবাহী ট্রেন– চিলাহাটি এক্সপ্রেস
- ঢাকা-কলকাতা ট্রেন সার্ভিসের নাম– মৈত্রী এক্সপ্রেস
- ঢাকা-জলপাইগুড়ি ট্রেন সার্ভিসের নাম– মিতালী এক্সপ্রেস
- খুলনা-কলকাতা ট্রেন সার্ভিসের নাম– বন্ধন এক্সপ্রেস
- রেলওয়ের দীর্ঘতম রেলরুট– ঢাকা-পঞ্চগড় (৬৩৯ কিমি)
- বর্তমানে রেলপথ রয়েছে এমন জেলা– ৪৮টি
- সম্প্রতি রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়া নতুন ৫ জেলা– মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও কক্সবাজার (সর্বশেষ)
- ঢাকা-কক্সবাজার-ঢাকা রুটে চালিত ট্রেনের নাম– কক্সবাজার এক্সপ্রেস
- ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথের দৈর্ঘ্য– ৪৮০ কিমি (রেলপথটির বাণিজ্যিক দূরত্ব ৫৫১ কিমি)
- দেশে ট্রেনের টিকিট কাটতে জাতীয় পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করা হয়– ১ মার্চ ২০২৩
- উত্তরাঞ্চলে পুনরায় চালু হওয়া ট্রেন– রামসাগর এক্সপ্রেস
- দেশের প্রথম পাতাল রেলের ডিপো নির্মাণ করা হবে– রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

রেলপথ	উদ্বোধন
ঢাকা-চট্টগ্রাম ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন রেলপথ (৩২১ কিমি)	২০ জুলাই ২০২৩
আখাউড়া-লাকসাম ডাবল লাইন	২০ জুলাই ২০২৩
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ	১১ নভেম্বর ২০২৩
ঢাকা-চিলাহাটি রেলপথ	৪ জুন ২০২৩

- দেশের প্রথম নারী রেল অ্যাটেনডেন্ট যুক্ত হয়– কক্সবাজার এক্সপ্রেসে (ঢাকা-কক্সবাজার)
- বাংলাদেশ রেলওয়েকে বিভক্ত করা হবে– চার অঞ্চলে (বর্তমানে রয়েছে দুই অঞ্চল: পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল)
- সরকার ভাঙ্গা থেকে বরিশাল হয়ে পায়রা বন্দর ও কুয়াকাটা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করবে– ২০২৯ সালের মধ্যে
- রেলপথের নিরাপত্তার জন্য নতুন দুটি রেলওয়ে থানা নির্মাণ করা হবে– দোহাজারি ও কক্সবাজার রেলওয়ে থানা

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

১. দেশের ৪৩তম নদীবন্দর কোনটি?
(ক) খাগ্গাপাড়া নদীবন্দর, রাজবাড়ী (খ) মোহনগঞ্জ নদীবন্দর, নেত্রকোনা (গ) নাজিরগঞ্জ নদীবন্দর, পাবনা (ঘ) বসন্তপুর নদীবন্দর, সাতক্ষীরা — উ. গ

২. ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত দেশের কতটি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়?
(ক) ৪৫টি (খ) ৪৬টি (গ) ৪৭টি (ঘ) ৪৮টি — উ. ঘ

৩. ১১ নভেম্বর ২০২৩ কোন জেলা দেশের ৪৮তম জেলা হিসেবে রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়?
(ক) বাগেরহাট (খ) কক্সবাজার (গ) মাগুরা (ঘ) ওপরের কোনটিই নয় — উ. খ

৪. বর্তমানে দেশে কতটি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে?
(ক) ২৭টি (খ) ২৮টি (গ) ২৯টি (ঘ) ৩০টি — উ. গ

৫. দেশের সর্বশেষ (২৫তম) স্থলবন্দর কোনটি?
(ক) মুজিবনগর, মেহেরপুর (খ) প্রাগপুর, কুষ্টিয়া (গ) ভোমরা, সাতক্ষীরা (ঘ) আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া — উ. ক

৬. মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মিত হচ্ছে কোথায়?
(ক) সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (খ) ভাঙ্গা, ফরিদপুর (গ) মহেশখালি, কক্সবাজার (ঘ) কলাপাড়া, পটুয়াখালী — উ. গ

৭. রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা কত মেগাওয়াট?
(ক) ১৩২০ (খ) ১২৪০ (গ) ২৪০০ (ঘ) ১৩৬০ — উ. ক

৮. পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত কয়লা আমদানি করা হয় কোন দেশ থেকে?
(ক) ইন্দোনেশিয়া (খ) ভারত (গ) ব্রাজিল (ঘ) বেলজিয়াম — উ. ক

৯. পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিদিন উৎপাদনের ক্ষমতা-
(ক) ৯৮০ মেগাওয়াট (খ) ১১৪০ মেগাওয়াট (গ) ১৩২০ মেগাওয়াট (ঘ) ১৫৪৫ মেগাওয়াট উ. গ

১০. পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলক ETC কার্যক্রম চালু হয় ২০২৩ সালের-
(ক) ৫ জুলাই (খ) ৭ জুলাই (গ) ৬ জুলাই (ঘ) ১০ জুলাই উ. ক

১১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন করা হয় কবে?
(ক) ২৮ অক্টোবর ২০২৩ (খ) ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (গ) ১৮ অক্টোবর ২০২৩ (ঘ) ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ উ. ক

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা

আমার গ্রাম, আমার শহর

- নাম: আমার গ্রাম, আমার শহর: পাইলট গ্রাম উন্নয়ন
- বিশেষত্ব: পল্লী উন্নয়নে মেগা প্রকল্প
- একনেক সভায় পাস: ১৮ জুলাই ২০২৩
- প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬
- প্রকল্প ব্যয়: ৮০০ কোটি টাকা
- প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে: ১৫টি জেলার ১৫টি উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের ১৫টি গ্রামে

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

সময়কাল	২০২১-২০৪১
বাস্তবায়ন শুরু	৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে
প্রধান অভীষ্ট	২টি
মাথাপিছু আয়	১২,৫০০ মা.ড.
জিডিপি'র গড় প্রবৃদ্ধি	৯.৯০%

- দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বা রূপকল্প-২০৪১ এর লক্ষ্য: ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ আয়ের উন্নত দেশে পরিণত করা। উল্লেখ্য, এটি বাস্তবায়নে ৪টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে (প্রথমটি- ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)।

ক্যাশলেস সোসাইটি

- স্মার্ট বাংলাদেশ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে- ক্যাশলেস সোসাইটি
- ডিজিটাল লেনদেনকে আরও সহজ করতে Bangla QR চালু করেছে- বাংলাদেশ ব্যাংক
- ২০২৭ সালের মধ্যে দেশের ৭৫% আর্থিক লেনদেন কাগজের টাকার পরিবর্তে ভার্চুয়াল মাধ্যমে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।
- এই লক্ষ্যে সম্প্রতি উদ্বোধন করা হয় Interoperable Digital Transaction Platform (IDTP)- 'বিনিময়' অ্যাপ
- এরই অংশ হিসেবে ১ নভেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশ ব্যাংক চালু করে- টাকা পে কার্ড (জাতীয় ডেবিট কার্ড)

শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর

- অবস্থান: চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)
- আয়তন: ৪.৭ একর (১০ তলাবিশিষ্ট ভবন)
- নির্মাণ ব্যয়: ১১৭ কোটি টাকা
- উদ্বোধন: ৬ জুলাই ২০২২
- অন্তর্ভুক্ত স্থাপনা: মাল্টিপারপাস হল, শেখ জামাল ডরমেটরি ও রোজী জামাল ডরমেটরি
- বিশেষত্ব: এটি দেশের প্রথম আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, যা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক হবে

স্মার্ট বাংলাদেশ

- স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে: ২০৪১ সালের মধ্যে
- স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি: ৪টি (স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি)
- যে ভিশন বাস্তবায়নে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে: রূপকল্প ২০৪১ বা Vision-2041
- ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ হবে: সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক এবং উদ্ভাবনী বাংলাদেশ
- স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস পালিত হয়: ১২ ডিসেম্বর
- স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ (তহবিল) রাখা হয়: ১০০ কোটি টাকা
- বিশেষ তথ্য: ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভিশন ২০২১'-এর মূল ভিত্তি হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দেন।
- স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস: ১২ ডিসেম্বর (পূর্বনাম ছিল- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস; ঘোষণা: ১২ ডিসেম্বর ২০২২)

প্রথম স্মার্ট গ্রাম	হিজলী (ঝিনাইদহ)
প্রথম স্মার্ট জেলা	চট্টগ্রাম (প্রস্তাবিত)
প্রথম স্মার্ট উপজেলা	শিবচর (মাদারীপুর)
প্রথম স্মার্ট সিটি	সিলেট (সাইবার ও ডিজিটাল)

সর্বজনীন পেনশন স্কিম

- 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল ২০২৩' পাস হয়– ২৪ জানুয়ারি, ২০২৩

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিলে স্বাক্ষর করেন– ৩১ জানুয়ারি ২০২৩
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়– ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠিত– ১ জন নির্বাহী চেয়ারম্যান ও ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের প্রথম নির্বাহী চেয়ারম্যান– কবিরুল ইজদানী খান
- সর্বজনীন পেনশন স্কিম উদ্বোধন করা হয়– ১৭ আগস্ট ২০২৩
- সর্বজনীন পেনশনে অংশ নিতে পারবে– ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী বাংলাদেশী নাগরিক
- সর্বজনীন পেনশন পেতে প্রিমিয়াম দিতে হবে– ১০ বছর
- যারা পেনশন কর্মসূচীতে অংশ নেবেন, তারা আজীবন পেনশন সুবিধা পাবেন– ৬০ বছর পরে
- সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় মোট স্কিম রয়েছে– ৪টি (প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা)
- সর্বজনীন পেনশনের টাকা– করমুক্ত

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০

- বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা- বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100)।
- প্রকল্পটির মূল প্রতিপাদ্য- জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো।
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' অনুমোদন করা হয়- ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮
- বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেশের অঞ্চলগুলোকে ভাগ করা হয়েছে- ৬টি অঞ্চলে
- এসব অঞ্চল বা হটস্পটে রয়েছে- ৩৩ ধরনের চ্যালেঞ্জ
- বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে তহবিল গঠন করা হবে- ডেল্টা তহবিল
- এতে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে- ২৯ হাজার ৭৮২ কোটি ৭৪ লাখ টাকা।
- যে দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন করা হয়েছে- নেদারল্যান্ডস।
- বাংলাদেশে বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করছে- নেদারল্যান্ডস
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় বদ্বীপ- বাংলাদেশ (বাংলাদেশের বৃহত্তম বদ্বীপ- সুন্দরবন)।
- বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ণে বাংলাদেশ সরকার, নেদারল্যান্ডস সরকার, আইডিএ, আইএফসি এবং ২০৩০ পানিসম্পদ গ্রুপের (ডব্লিউআরজি) মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়- ১৬ জুন, ২০১৫
- বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে ২০৩০ সালের মধ্যে মোট জিডিপিতে বাড়তি প্রবৃদ্ধি হবে- দেড় শতাংশ
- বাংলাদেশে বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়ন করা হবে আগামী- ১০০ বছরে

ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল (Delta Governance Council) গঠন করা হয়- ২৯ জুন ২০২০
- ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিলের কাজ হলো- 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' বাস্তবায়নে কৌশলগত পরামর্শ, নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ডেল্টা ফান্ড ও ব্যবহারে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা
- ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিলের সদস্য- ১২ জন
- চেয়ারম্যান- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- ভাইস-চেয়ারম্যান- পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

বর্তমানে আলোচিত স্থাপনা

বিশেষত্ব	নাম	অবস্থান
বৃহত্তম সার কারখানা	ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার পিএলসি	পলাশ, নরসিংদী
সবচেয়ে উঁচু ঝরণা (বর্ষাকালীন)	লাংলোক	বান্দরবান
সবচেয়ে বড় একক প্রকল্প	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	রূপপুর, পাবনা
বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল	আকিজ জুট মিলস (নির্মাণাধীন)	মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্মিত প্রথম উদ্যান	চৈতন্য নার্সারি ও ফোরটাক্স গার্ডেন	জামালপুর
প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	ঢাকা
বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র	তিস্তা সোলার লিমিটেড (২০০ মে.ও.)	সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্র (সরকারি)	পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্র (বেসরকারি)	এসএস পাওয়ার প্ল্যান্ট (১৩২০ মে.ও.)	বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
প্রথম টেস্টটিউব বেবি (সরকারি হাসপাতালে)	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	ঢাকা
দীর্ঘতম আন্ডারপাস (নির্মাণাধীন)	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	ঢাকা
প্রথম ফিস্টুলা হাসপাতাল	হোপ ম্যাটারনিটি অ্যান্ড ফিস্টুলা সেন্টার	রাম, কক্সবাজার